আল হাইইয়্যাহ

ইমাম ইবনু আবি দাউদ
[মৃ. ৩১৬ হি.]

আল হাইইয়্যাহ

ইমাম ইবনু আবি দাউদ

এটি ইমামের লিখিত কবিতা!

⬛ইমামের জীবনী

⬛নাম: আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনু সুলাইমান ইবনুল আশ'আস ইবনু ইসহাক আস সিজিস্তানী
⬛কুনিয়্যাহ: ইবনু আবি দাউদ
⬛পিতা: ইমামুল মুহাদ্দিসীন আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ
⬛জীবনকাল: ২৩০ - ৩১৬ হিজরি
⬛শিক্ষকবৃন্দ:
~আবু দাউদ
~আহমাদ ইবনু সালিহ
~মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া, প্রমুখ!

⬛শিক্ষার্থীগণ:
~ইবনু হিব্বান
~আবুল হাসান আদ দারাকুতনী
~ইবনু বাত্তাহ
~আবু কাসিম ইবনু হিবাবাহ
~আবু হাফস ইবনু শাহীন, প্রমুখ!

⬛তার সম্পর্কে আহলুল ইল্মের বক্তব্য:

~খতীব আল বাগদাদী বলেন,"তিনি ছিলেন একজন ফক্বীহ, আলিম এবং একজন হাফিয।"

~আবু আব্দুর রহমান সুলামী বলেন,"আমি আদ দারাকুতনীকে আবু বকর ইবনু আবু দাউদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, সে নির্ভরযোগ্য।"

~আবু মুহাম্মাদ আল খাল্লাল বলেন,"ইবনু আবি দাউদ ইরাকের মানুষজনের ইমাম ছিলেন।"

~আস সুবকী বলেন,"হাফিয, ইবনু হাফিয একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।"

📙মূল টেক্সট:

১.দৃঢ়ভাবে আল্লাহর রজ্জু আকড়ে ধরো এবং অনুসরণ করো হিদায়াতের এবং বিদ'আতী হবে না যাতে তুমি সফলদের একজন হতে পারো।

২.কিতাবুল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহর বর্ণিত সুন্নাহ মোতাবেক দ্বীন চর্চা করো যাতে নিজেকে[বাতিল থেকে] রক্ষা করতে পারো, পুরষ্কার পেতে পারো।

৩.এবং বলো: আমাদের মালিকের বাণী কোনো মাখলুক নয় , এটি ছিল সৎকর্মশীলদের বিশ্বাস এবং তারা এটা স্পষ্টতই করেছিলো প্রকাশ।

৪.তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না যারা কুরআনের ব্যাপারে কোনো অবস্থান প্রকাশ করেনা যেমনটা হয়েছিলো জাহমের অনুসারীদের ক্ষেত্রে এবং তারা [হক্ব গ্রহণে] শিথিল।

৫.বলো না কুরআন সৃষ্ট, মানে এর তিলাওয়াত। যেহেতু আল্লাহর বাণী তিলাওয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়।

৬.এবং বলো: আল্লাহ নিজেকে সৃষ্টির সামনে প্রকাশ্যে দৃশ্যমান করবেন, যেমন পূর্ণ চন্দ্র লুকায়িত থাকেনা। এবং নিশ্চয়ই তোমার রব্বকে [দেখবে] আরো সুস্পষ্টভাবে।

৭.তাকে কেউ জন্ম দেয়নি, না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন না তার সমতুল্য কেউ আছে, [তিনি] মহিমান্বিত, প্রশংসনীয়।

৮.এবং প্রকৃতই একজন জাহমি এগুলো[আল্লাহকে দেখাকে] প্রত্যাখ্যান করে এবং আমাদের নিকটে স্পষ্ট করার হাদিস রয়েছে যা বলি তার নিশ্চয়তা হিসেবে।

৯.জারির তা মুহাম্মাদ[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] থেকে বর্ণনা করেন সুতরাং তা ই বলো সে এই ব্যাপারে যা বলেছে এবং তাতেই তুমি সফল হবে।

১০.এবং নিশ্চয়ই জাহমিরা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর ডান হাত যেখানে তার উভয় হাত করে বিভিন্ন প্রকার দান।

১১.এবং বলো, চির-প্রতাপান্বিত প্রত্যেক রাতে অবতরণ করেন, কোনো ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ব্যতীত ই ; মহৎ হলো এক রব্ব। নিখুঁত এক, সমস্ত প্রশংসার যোগ্য।

১২.নিচের আসমানে এসে, দান করেন তার অনুগ্রহ। যেমন খুলে যায় আসমানের দরজা, হয়ে যায় বিস্তৃত।

১৩.তিনি বলেন, আছে কি এমন ক্ষমাপ্রার্থী যে দেখা করতে চায় একজন ক্ষমাকারীর সাথে? কিংবা চায় আল্লাহর দয়ার পুরষ্কার এবং রিযক ? সুতরাং তাকে দেয়া হবে।

১৪. একদল বর্ণনাকারী এটা বর্ণনা করেছেন, যাদের বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হবে না। কিন্তু প্রকৃতই কিছু লোক ব্যর্থ হয়েছে, বর্ণনাগুলোকে মিথ্যা প্রমাণ করতে এবং তারা সমালোচিত হয়েছে।

১৫.এবং বলো মুহাম্মাদের[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] পর সর্বোত্তম ব্যক্তি তার দুই ওয়াযির[আবু বকর,উমার] অতঃপর উসমান, এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতামত।

১৬.তাদের চতুর্থজন ছিলেন তাদের পরে সৃষ্টির [অন্যতম] সেরা। আলী, দয়ার বন্ধু, দয়ার মাধ্যমে সে হয়েছিল সফল।

১৭.তারা সে মানুষ ,তাদের ব্যাপারে সন্দেহ নাই যে তারা জান্নাতের বিশাল উটের উপর ,উজ্জ্বলভাবে জ্বলজ্বল,ঘুরে বেড়ানো চারদিক।

১৮.সা'ঈদ, সা'দ, ইবনু আওফ, তালহাহ, ফিহরের আমির, যুবাইর - প্রশংসনীয়।

১৯.তাদের ভালোগুলো সম্পর্কে বলো। তাদের দোষগুলো উল্লেখ করে যারা খারাপ বলে কিংবা সমালোচনা করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

২০.যেহেতু তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট আয়াত নাজিল হয়েছে। এবং আল ফাতহতে তাদের সম্পর্কে, প্রশংসা করে।

২১.পূর্বনির্ধারিত তাকদীরের ক্ষেত্রে নিশ্চিত থেকো যেহেতু এটি স্তম্ভ যা দ্বীনের অনেক বিষয়কে একত্রিত করে এবং দ্বীনের প্রসারণ।

২২.অজ্ঞতার জন্য মুনকার নাকীরকে প্রত্যাখ্যান করো না, কিংবা হাউদ্ব, কিংবা মীযানকে। নিশ্চয় তুমি সঠিকভাবে উপদেশপ্রাপ্ত হচ্ছো।

২৩.এবং বলো, মহামহিম আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে কোনো দেহকে নির্দিষ্ট সময় পর জাহান্নাম থেকে বের করবেন এবং সে[বের করা পূর্বে জাহান্নামে] ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২৪.ফিরদাউসের নদীতে, যার পানি দ্বারা তারা তাদের জীবন ফিরে পাবে যেমনভাবে পানি প্রচুর হলে স্রোতের ধ্বংসাবশেষের সাথে বীজ বয়ে চলে।

২৫.এবং নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির জন্য শাফা'আতকারী এবং কবরের আজাব সম্পর্কে বলো যে এটা সত্য এবং পরিষ্কার।

২৬.সালাত আদায়কারীকে কাফির ঘোষণা করো না যদিও সে অবাধ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে তাদের সবাই কবীরাহ গুণাহ করে কিন্তু আরশের অধিপতি সদয় হয়ে ক্ষমা করেন।

২৭.খাওয়ারিজদের বিশ্বাস আকড়ে ধরো না কারণ এটা তাদের অবস্থা যারা তা কামনা করে এবং এটা ধ্বংসাত্মক এবং মর্যাদাহানিকর।

২৮.এবং মুরজি হইয়ো না যে নিজের দ্বীনের সাথে খেলে। নিশ্চয়ই মুরজিয়্যাহরা দ্বীনের সাথে তামাশা করে।

২৯.এবং বলো, সত্য ঈমান হলো কথা, নিয়্যাত এবং আমল ; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্পষ্ট মতানুসারে।

৩০.এটা অবাধ্যতায় কমে এবং অন্য সময় বাধ্যতায় বাড়ে। মীযানে এর গুরুত্ব অধিক হবে।

৩১.মানুষের মতামত ও বক্তব্য ত্যাগ করো। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং অন্তর প্রশান্তিকর।

৩২.তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না যারা দ্বীনের সাথে খেলে, আহলুল হাদিসকে আক্রমণ করে এবং গালমন্দ করে।

৩৩.যদি তোমার জীবনে তা বিশ্বাস রাখো যা এই কবিতায় আছে, হে আমার সাথী! তুমি সঠিক পথের উপর থাকবে যখন তুমি বিশ্রাম নাও এবং যখন জেগে থাকো।

সমাপ্ত!

শান্তি বর্ষিত হোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবার, সাহাবিদের উপর। সমস্ত প্রশংসা কেবলই সবকিছুর রব্ব আল্লাহর।